দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 NOV 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দেয়

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে যত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তার শতকরা ৫০ ভাগই পরীক্ষায় ফেল করে এবং একাধিকবার একই ক্লাশে থাকার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়।

গতকাল শনিবার এক সেমিনারে এ তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়েছে, চলতি শিক্ষা বছর থেকে বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবে না।

বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া এবং পরীক্ষায় ফেল করার কারণে একই শ্রেণীতে বছরের পর বছর থেকে পড়ে শিক্ষাবছর অপচয়ের প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এই উদারনীতি গ্রহণ করেছেন।

পর্যায়ক্রমে ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণীর ক্ষেত্রেও এই উদারনীতি অনুসরণ করা হবে।

শনিবার স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত 'প্রাথমিক স্কুলের ব্যর্থতা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার পুনরাবৃত্তি প্রবণতারোধ' সংক্রান্ত এক উপ-আঞ্চলিক সেমিনারে এ তথ্য জানা গেছে বাংলাদেশ প্রতিনিধির এক প্রতিবেদন থেকে।

ইউনেসকো এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী এই সেমিনারে চীন, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড এবং স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব ও ইউনেসকো-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিশনের মহাসচিব কাজী আজহার আলী এই সেমিনার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়

(প্রথম পৃঃ পর)

অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন সেমিনার কো-অর্ডিনেটর জনাব মহম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইউএনডিপির সিনিয়র ডেপুটি রেসিডেন্ট প্রতিনিধি মিঃ নিজেন রিংরোজ, ইউনেসকোর ব্যাংকক ভিত্তিক প্রতিনিধি ডঃ আইভেন আইমান, ইউনেসকো-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিশনের সচিব জনাব এস এম সাইফুদ্দিন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা মহা-পরিচালক ডঃ জহিরুল ইসলাম ভূঞা।

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষা সচিব দেশের স্কুলযোগ্য সব ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যে বর্তমান ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরো ২৫ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।